দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ... ১৩.১.৮৫ ... ...
পৃষ্ঠা... .. ... ১ কলাম ... ১ ... ...

003

কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ব্যবসায়

কিন্ডারগার্টেনের ব্যবসায়টি ইদানীং বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। পাকিস্তান আমলেও ভালোই চলেছে এই বেসাতি। স্বাধীনতার পর একটু স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক বছর এই ব্যবসায়টি বেশ তেজী হয়ে উঠেছে এবং তেজ বাড়ছে প্রতি বছরই।

যত্রতত্র গজিয়ে উঠছে কিন্ডারগার্টেন স্কুল। প্রত্যেক শিক্ষা মওসুমের গোড়াতেই একাধিক নতুন কিন্ডারগার্টেন স্কুল গজিয়ে উঠার খবর পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপন দেবার যতগুলো মাধ্যমে আছে সবগুলোই কাজে লাগানো হয়। জাতির শিক্ষা সম্প্রসারণে আত্মনিবেদিত কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর মালিকরা ছাত্রদের ও তাদের অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অস্থির হয়ে উঠেন। শিক্ষার্থীদের জন্য কতরম লোভনীয় ব্যবস্থা আছে তার তালিকা তুলে ধরে অভিভাবকদের প্রলুব্ধ করেন। আর প্রতিবছর সম্ভব না হলেও অন্তত এক বছর পর ফি-এর পরিমাণ বাড়াতে থাকেন। নতুন গজানো স্কুলগুলো অবশ্য কল্পনাতীত উচ্চহারে ফি নির্ধারণে আরো বেশি তৎপর।

বলাবাহুল্য, আমাদের শতকরা নব্বই জন অভিভাবকই অত উচ্চমূল্যে তাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা খরিদ করতে পারেন না। শতকরা যে পাঁচজন উঁচুতলার মানুষ তারাই সেখানে ভিড় জমান শিক্ষা নামক সেই দুর্মূল্যের পণ্য কেনার বাসনায়। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য সে বাসনা তাদের চরিতার্থ হয় খুব কম। গড়ে হিসাব অনুযায়ী বছরে শুধুমাত্র হিসেবে হাজার তিনেক টাকা ফেলে যে শিক্ষা তারা তাদের সন্তানদের জন্য খরিদ করেন তা ভাঙ্গাচোরা প্রাইমারী স্কুলের মাগনা পণ্যের চাইতে খুব একটা বেশি নয়।

এই সব অভিজাত কিন্ডারগার্টেনের শতকরা নব্বইটিতে শিক্ষার মান অত্যন্ত নীচু। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শতকরা নব্বই জন উচ্চশিক্ষিত তো নয়ই শিক্ষকতার কোন ট্রেনিংও তাদের নেই। এছাড়া ঐসব স্কুলের পরিবেশটাও সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার অনুকূল নয়। খেলাধুলা বা আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাকে পর্যাপ্ত আখ্যা দেয়া যায় না কোন তুলদন্ডেই।

তবে যথাযথভাবে বিচার করা হলে একথা মানতেই হবে যে, কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর অন্যরকম হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কারণ, এই স্কুলগুলো ব্যক্তি বা পারিবারিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। শিক্ষাকে সেখানে বাজারের পণ্য হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে মাত্র। দামটা অবশ্য একটু বেশি দিতে হয় যদিও পণ্যের মান সংশয়াতীত নয়। এই অবস্থায় কিন্ডারগার্টেন স্কুলের মালিকরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই মুনাফা অর্জন করছেন। সেই সঙ্গে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার বাড়তি আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন।

সমস্যা আসলে একটাই। তাহল এই সব স্কুলের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এমনকি সামান্য পান-বিড়ির দোকানদারের উপর কর্তৃপক্ষের যেটুকু নিয়ন্ত্রণ আছে এক্ষেত্রে সেটুকুও নেই। আর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে যথেচ্ছাচার তো মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেই। উপরন্তু প্রতিবছর বিপুল মুনাফা সত্ত্বেও কিভাবে যে স্কুল নামক এই সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো আয়কর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় তা অনুধাবন করা আমাদের সাধ্যাতীত।

আমাদের মতে, শিক্ষার নামে কিন্ডারগার্টেন স্কুল খুলে যে মুনাফাখোরী করা হচ্ছে তা প্রতিরোধ করতে হলে সেগুলোর উপর কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে।